ডা. সাগর ও তার স্ত্রীর দুটি ফ্ল্যাট, ২৫০ ভরি অলংকার

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগর। প্রথমবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া ডা. এ এস এম নাজমুল হক নাজমুল হক সাগরের বর্তমান পেশা ব্যবসা ও গৃহ সম্পত্তি ভাড়া।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগরের কৃষি খাত থেকে বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮০ টাকা, বাড়ি ও দোকান ভাড়া থেকে আয় ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, ব্যবসা সূত্রে বছরে তিনি আয় করেন ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৩৩ টাকা এবং সঞ্চয়পত্র থেকে ২৫ হাজার ১১৪ টাকা।

হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে তার রয়েছে নগদ আছে ৫ লক্ষ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ১৫ লক্ষ টাকা, সেভিংস সার্টিফিকেট আছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩১২ টাকার, ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি গাড়ি, ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৬০ ভরি রুপা, ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা সমমূল্যের ইলেকট্রনিক সামগ্রী, ৫০০০০ টাকা সমান মূল্যের আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা।

অপরদিকে তার স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা ১৭ লাখ টাকা, সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ ২ লাখ ৯০ হাজার টাকা, ৫ লাখ টাকা সমমূল্যের একটি মোটর গাড়ি, ৫০ ভরি স্বর্ণ ও ৪০ ভরি রুপা, ২ লাখ টাকা সমমূল্যের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আমলের আসবাবপত্র।

নাজমুল হক সাগরের স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে, উত্তরাধিকার সূত্রের প্রাপ্ত সাড়ে ৩ একর কৃষিজমি, অকৃষি জমি রয়েছে ২৬ শতক অর্জনকালীন সময়ে যার মূল্য ছিল ৯৫ লাখ ২০ হাজার টাকা, একটি এপার্টমেন্ট রয়েছে ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের। অপরদিকে তার স্ত্রীর রয়েছে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত দুই বিঘা কৃষি জমি, ৩৫ লাখ টাকা সমমূল্যের একটি এপার্টমেন্ট।

জানা গেছে, গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি,

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, গণপরিষদ সদস্য ও পরবর্তীতে সংসদ সদস্য নুরুল হকের ছেলে এ এস এম নাজমুল হক। তার মেজ বোন সেলিনা পারভীন ২০১৪ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। শিক্ষা জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৯২-৯৩ সালে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৪-৯৫ সালে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হিসেবে ১৯৯৫-৯৭ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সরকারি চাকরিজীবী হিসাবে তিনি ২৩তম বিসিএসের স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগদান করেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ২০২০ সালে (চাকরির মেয়াদ ছিল ২০৩২ সাল পর্যন্ত) সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন তিনি।

আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেলেন মোখলেসুর রহমান মুকুল

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাতিলের রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) করা আপিলের মাধ্যমে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন মোখলেসুর রহমান মুকুল। তিনি মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।

আজ রবিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে এই আপিল শুনানি শুরু হয়, চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থিতা বাতিল ও বৈধ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৯৪টি আবেদনের শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মধ্যে ৩২ জনের আপিল নামঞ্জুর এবং ৬টি আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে এবং ৫৬ জনের প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন।

আপিলের প্রার্থীতে ফেরত পাওয়া মোখলেসুর রহমান মুকুল গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। যাচাই-বাছাইকালে

মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়নপত্র অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কোটি টাকার ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যার্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। ইতিপুর্বে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে (১৯৯৯) দুই দফা আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের কাছে পরাজিত হন। এছাড়াও তিনি নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। দশম সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হননি। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দাখিল করা হলফনামা নির্বাচন কমিশনে পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তিনি নিজের পেশা ঘোষণা করেছেন কৃষি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা এবং নবম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে নিচের তথ্যগুলি জানা গেছে।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ১০ হাজার টাকায় কেনা পাঁচ বিঘা কৃষি

জমি। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ‘মানাম ইছামতি’ নামক এপার্টমেন্টে ৩০৯২ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার টাকা। একাদশ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামাতে তার কৃষি জমি ছিল ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৫ বিঘা কৃষি জমি। অকৃষি জমি ছিল ১৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের। মনোনয়ন বাতিল হওয়ার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার স্থাবর সম্পদ একই ছিল। তবে অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল ১ লাখ ২২৩ টাকা, ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা।

২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের সময় হলফনামা অনুযায়ী তার স্থাবর সম্পদ একই থাকলেও অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল নগদ ১৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে ২ লাখ টাকা, ২৫ ভরি স্বর্ণ, ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র।

বর্তমানে তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ২২ লাখ ৯০ হাজার ৩১৬ টাকা, ব্যবহৃত গাড়ির মূল্য ৬১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের ২৫ ভরি স্বর্ণ সহ ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র রয়েছে। উপহার সূত্রে পাওয়া আরো কিছু ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আসবাবপত্র আছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তার মনোনয়ন পত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়, সে সময় হলফনামায় আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের একটি পিস্তল দেখানো হলেও পরবর্তীতে আর কোন হলফনামাতে পিস্তলটির কথা উল্লেখ করা হয় নি।

কুষ্টিয়াতে শ্রমিক লীগনেতা ইউসুফ আলীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মরহুম ইউসুফ আলী স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মহিলা শ্রমিক

লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মো: জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মেহেরুন্নেসা বিউটি, জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: পলাশ মিয়া, মুসা আলী খান, হামিদুল ইসলাম, শাহিনুল ইসলাম লেবু, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, মাহি বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পুনর্বাসন সম্পাদক সালাউদ্দিন, কুমারখালী থানা কমিটি লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম সাদ্দাম, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন, শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি বরকত আলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গফফার আলী খানসহ ইউসুফ আলীর পরিবারের সদস্যরা ।

বক্তারা বলেন, ইউসুফ আলী একজন ভালো এবং সৎ মানুষ ছিলেন। শ্রমিক লীগের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের ১১১৮’র প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন। শ্রমিকদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। শ্রমিক লীগের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তার সরব উপস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রেখে শ্রমিক রাজনীতি করেছেন। তার মৃত্যুতে জেলা শ্রমিক লীগের
যে শুন্যতা তা কখনো পোষাবার নয়।

পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মিললাইন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান।

‘বাস-ট্রাকে আগুন দিয়ে নিজেদের

[redacted]

‘[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

দান ও উপহারে সমৃদ্ধশালী সাবেক সাংসদ জয়নাল

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ (সংসদীয়-৭৩) আসনের জন্য ভোটযুদ্ধে অংশ নিতে সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের দশম নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ১ কোটি ৩৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা, ২০০৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেওয়া হলফনামাতে তার অস্থাবর সম্পদ ছিল ৪ লাখ ২ হাজার টাকার। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার অস্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে জয়নাল আবেদীনের মোট বার্ষিক আয় ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে তিনি কৃষিখাত থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে থেকে ব্যবসা তার বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

জয়নাল আবেদীনের বর্তমান স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত তিন বিঘা ১৬ কাঠা কৃষি জমি, ২ বিঘা ১৩ কাঠার অকৃষি জমিও

পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। বাগোয়ানে একতলা পাকা বাড়ি এবং রাজউকের একটি প্লট যার মূল্য ৩০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭ বিঘা কৃষি জমি, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। ছয় কাঠা অকৃষি জমির মূল্য দেখানো হয়েছে ৭ লাখ টাকা। এছাড়াও জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী মেহেরপুর পৌর শহরের পিয়াদাপাড়ায় পৈত্রিক সূত্র ৬ শতক জমির উপরে নির্মিত ১২০০ স্বর্গফুট বিশিষ্ট একটি দ্বিতল বাসভবন দানসুত্রে পেয়েছেন।

জয়নাল আবেদীনের ১৫ ভরি স্বর্ণ রয়েছে যার মধ্যে ১০ ভরি তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছেন এবং তার স্ত্রীর ৩০ ভরি স্বর্ণের সবটুকুই উপহারস্বরূপ পেয়েছেন মর্মে হলফনামা দাখিল করেছেন।

এছাড়াও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী জয়নাল আবেদীনের নগদ টাকা রয়েছে মাত্র ৫ লাখ। ব্যাংকে জমা আছে ১ কোটি ২২ লাখ ২৭ হাজার ১২০ টাকা ৮০ পয়সা। ব্যক্তিগত টয়োটা জীপের মূল্য ৫ লাখ টাকা। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ২ লক্ষ টাকার এবং গৃহস্থলীর আসবাবপত্র ২ লক্ষ টাকা সমমূল্যের। তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। তিনি একটি ডিপ ফ্রিজ উপহারস্বরূপ পেয়েছেন।

সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের আয় শুণ্য

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের কোন আয়ের উৎস নাই। তার কোন বাড়ি, গাড়ি ও কৃষি জমি নাই। আয় কমে এখন শূন্যের কোঠায়। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে যৎসামান্য।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী যৌথ মালিকানার তিন কাঠা জমি ছাড়া তার আর কোন স্থাবর সম্পদ নাই। তবে ২০১৩ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেয়া হলফনামায় তার এবং তার স্ত্রীর কোন স্থাবর সম্পত্তি ছিল না। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ব্যবসা থেকে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ২১ হাজার টাকা। এখন তা কমে শুন্যে দাঁড়িয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মকবুল হোসেন আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে মকবুল হোসেনের বার্ষিক কোন আয় নাই। ব্যাংক একাউন্টে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর জমাকৃত কোন টাকাও নাই। নগদ টাকা রয়েছে মাত্র ৩ লাখ ও স্ত্রীর ৫০ হাজার। গৃহস্থলীর সামগ্রীর মূল্য ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তবে তার স্বর্ণ রয়েছে ৪০ ভরি এবং তার স্ত্রীর স্বর্ণ রয়েছে দশ ভরি। তিনি কৃষি খাতে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে রেখেছেন।

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ২১ হাজার টাকা। আয়ের খাত ছিল ব্যবসা। নগদ ছিল ৯ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। ৪০ ভরি স্বর্ণ ছিল এবং গৃহস্থলীর সামগ্রী ছিল ৫০ হাজার টাকার। তার স্ত্রীর নামে কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না। ছিল না কোন স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাও।

মকবুল হোসেনের বর্তমান স্থাবর সম্পদ বলতে যৌথ মালিকানার তিন কাঠা জমি এবং যৌথ মালিকানার পাকা দোতলা বাড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। অবশ্য দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার কোন স্থাবর সম্পদ ছিলো না।

মেহেরপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনের মচ্ছব, নির্বিকার দায়িত্বপ্রাপ্তরা

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে (সদর ও মুজিবনগর) চলছে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘণের মচ্ছব। প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্বাচনী অফিস ও তোরণ নির্মাণ করছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থক ও

অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য। একটি পরিপত্রের কারণে কিছুটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। আমরা নিজেরাই এখন স্পষ্ট হতে পারছি না, কি করা যাবে না আর কি করা যাবে। আপনি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন। উনি ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে পারবেন।’

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার শামীম হাসান বলেন, ‘কোন প্রার্থী বা তার সমর্থক ১৮ তারিখের আগে কোন ভাবেই নির্বাচনী অফিস বা তোরোণ নির্মাণ করতে পারবে না। এটা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের ঘটনার কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। ‘

সাহিদুজ্জামানের আয় ৪ গুণ, সম্পদ বেড়েছে ৩ গুণ

বিগত ৫ বছরে মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৫১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা, ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেয়া হলকনামার তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। একইসাথে তার বার্ষিক আয় বেড়েছে চারগুণ।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

মেহেরপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘণের অভিযোগ, প্রতীক বরাদ্দের আগে প্রচারণা ও সভা

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

প্রতীক বরাদ্দের আগেই বিভিন্ন স্থানে নৌকার তোরণ নির্মাণসহ জোরপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিয়ে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সভা করার অভিযোগ এনেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে দশটায় সরজমিনে যেয়ে দেখা যায় ,মেহেরপুর শহরের বামন পাড়া মোড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে একাধিক নৌকার তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি তোরণে আবার লাইটিং করা হয়েছে।

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সদর এসিল্যান্ডের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ দিয়েছি, তবে কোন ফলাফল হয়নি। আজ বুড়িপোতা ইউনিয়নে ৯ জন ইউপি চেয়ারম্যান কে নিয়ে একটি দলীয় নির্বাচনী সভা হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে আওয়ামি লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অহেতুক বিতর্কিত করছে দলে অনুপ্রবেশকারী কিছু অতি উৎসাহী দলীয় কর্মীরা।
‘

জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ’কে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য। নৌকার তোরণ নির্মাণের বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে কথা বলে

[illegible]